হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে

সে দিনটার কথা আমার খুব মনে পড়ে। মহাষ্টমী। চারিদিকে পুজোর ধুমধাম। উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা সকলে। নববস্ত্রের ছোঁয়ায় সবার মনেই নতুন রঙ লেগেছে। আমার মনও বাদ পড়েনি তা থেকে। শরতের রোদের আলাদা একটা আমেজ আছে। ঝলমলে দিনটার মত মনটাও ঝলমলে হয়ে উঠেছে। কি যে ভাল লাগছে। গতকাল রাজু এসে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছে ওদের বাড়িতে আজ দুপুরবেলা খাবার জন্য। একই সঙ্গে পড়ি আমরা। বন্ধুত্বের বাইরে আর কোনরকম সম্পর্ক নেই আমাদের মধ্যে। রাজু অসম্ভব চাপা প্রকৃতির। সব সময় গম্ভীর, আত্মস্থ। ভীষণ কম কথা বলে। এদিকে আমি অসম্ভব ছটফটে হুল্লোড়বাজ। বন্ধুরা বলে বাচস্পতি। তবু কি করে যে আমাদের বন্ধুত্ব হল তাই ভাবি। আসলে অন্য ছেলেদের থেকে আলাদা ধরনের বলে বরাবরই ওকে আমার ভাল লাগত।

তখন আমার কত স্তাবক। কিন্তু রাজু কোনদিনও কোনরকম স্তাবকতার ধার ধারত না বলেই হয়ত ওকে আরও বেশি ভাল লাগত। প্রেম ভালবাসা নিয়ে নানারকম গল্প হত আমাদের। একেকজনের কাছে 'প্রেম'-এর অর্থ একেক-রকম। বেশ মনে আছে রাজু বলত প্রেম মানে কি জান? প্রে অর্থাৎ প্রেরণা, ম অর্থাৎ মহৎ। প্রেম হল মহৎ প্রেরণা। অর্থাৎ যা মহৎ প্রেরণা দেয়। রাজু কথা বলত খুব কম। কিন্তু তার মধ্যেই সে যে দু'একটা কথা বলত আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। প্রেমপত্র পেয়েছি অনেক। কিন্তু রাজুর ভাষার 'প্রেম' পাইনি তখন পর্যন্ত।

সকাল থেকেই সেদিন প্রস্তুতি নিচ্ছি ওর বাড়িতে যাবার। কথা আছে একটা জায়গায় দাঁড়াবে ও। ওদের পাড়ার পুজোতেই অঞ্জলি দেব। সাজগোজ করে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ও ঠিক সময়েই হাজির। পুজোর দিন বলে সকালবেলা মিনিবাসে জায়গাও পেয়ে গেলাম পাশাপাশি। যখন পৌঁছলাম তখন অঞ্জলি দেওয়া সবে শুরু হয়েছে। ওর পরনে দুধ সাদা পাজামা পাঞ্জাবী। কি ভাল যে লাগছিল। দু'জনে অঞ্জলি দিলাম একসঙ্গে। মনটা কি এক ভাল লাগায় ভরে গেল। ওদের বাড়িতে এলাম। বাড়ি ফাঁকা বললেই চলে। ঘরে শুধু ও আর ওর মা। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রাজু বলল, 'মিলনের প্রথম দিনে বাঁশি কি বলেছিল?'

আমি বললাম, 'সে বলেছিল, সেই মানুষ আমার কাছে এল যে ছিল দূরের।' রাজু বলল, 'আর বাঁশি বলেছিল, ধরলেও যাকে ধরা যায় না, তাকে ধরেছি, পেলেও সকল পাওয়াকে যা ছাড়িয়ে যায় তাকে পাওয়া গেল।' হাসিতে গল্পেতে মেতে উঠলাম দু'জনে।

কিছুক্ষণ পরে রাজু বলল, 'খেতে চল'। খাবার ঘরে গিয়ে দেখি সব সাজান। কেউ কোথাও নেই। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতেই ও বলল, মা তোমার সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছেন। আমিও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। অদ্ভুত একটা লজ্জা সংকোচ আমায় ঘিরে ধরেছিল। খাওয়া শেষ হবার পর ওর ঘরে গিয়ে বসলাম। আর ঠিক তক্ষুনি শুরু হয়ে গেল আমার পেটের ভিতর সেই জ্বালা আর যন্ত্রণা। মাঝে মাঝেই এরকম অসহ্য জ্বালা হত আমার পেটে। ও জানত। অনেক চিকিৎসা করেছি। কমত না। এমন কোন ওষুধও আমার জানা ছিল না যেটা খেলে আপাতত আমার যন্ত্রণা কমে। ক্রমশই বাড়তে লাগল যন্ত্রণা। আর থাকতে না পেরে অবশেষে ওরই বিছানায় ওরই বালিশ পেটে চাপা দিয়ে ছটফট করতে লাগলাম। আমার এরকম অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে পড়ল ও। বারবার বলতে লাগল ডাক্তার ডাকার কথা। আমি বারণ করলাম। জানি তো, কোন লাভই হবে না। ও অস্থির হয়ে নিজে এক গ্লাস জল খেল আমাকেও খাওয়াল। শুধু পায়চারি করছে আর মাঝে মাঝেই মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করছে, খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার? কি করব বল? কিসে কমবে? আমি কোন উত্তর দিতে পারছিলাম না। হঠাৎ হঠাৎই অপ্রত্যাশিত ভাবে ও বিছানার পাশে বসে পড়ল। ওর মুখে চোখে দারুণ উৎকণ্ঠা। কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। হঠাৎ দেখি ওর মুখটা আমার মুখের খুব কাছে। আর নিমেষের মধ্যেই ওর ঠোঁট দুটো আলত ভাবে ছুঁয়ে গেল আমার ঠোঁট। ওর মুখ দেখে সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল আমার সমস্ত যন্ত্রণাকে যেন ও শুষে নিতে চাইছে। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও আমার যে কি ভাল লেগেছিল। আবেগে উত্তেজনায় আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। ওর দিকে তাকাতে পারলাম না। চোখ বন্ধ হয়ে গেল। আর তখনই অনুভব করলাম, প্রেম কি? ভালবাসা কি জিনিস। আবেগে অস্থিরতায় উৎকণ্ঠায় ও যে পবিত্র চুম্বন এঁকে দিয়েছিল আমার ঠোঁটে, আজ এই এত বছর পরেও তা আমার কাছে সাত রাজার ধন এক মানিকের চেয়েও মূল্যবান।

দীপা তলাপাত্র